আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা-১০০০ ।

ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৭

তারিখঃ ০২ আগষ্ট, ২০১৫ / ১৮ শ্রাবণ, ১৪২২

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়,

দুর্নীতি দমন কমিশনের ২৩ জুন, ২০০৯ তারিখের অফিস আদেশ নং-দুদক/প্রশাঃ/৬৩/০৭/৯৮৩৫(১০০) প্রসঙ্গে

অভিযোগ অনুসন্ধান তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বা আসামীর হিসাব সংক্রান্ত তথ্য/কাগজপত্র সরবরাহের বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের ২৩ জুন, ২০০৯ তারিখের অফিস আদেশ নং-দুদক/প্রশাঃ/৬৩/০৭/৯৮৩৫(১০০) অপর পৃষ্ঠায় হুবহু পুন:মুদ্রিত হলো।

উক্ত আদেশের পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য আপনাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

স্বাক্ষরিত/-

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০৫১৮

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

নং দুদক/প্রশাঃ/৬৩/০৭/৯৮৩৫ তারিখঃ ০৯ আষাঢ়, ১৪১৬ / ২৩ জুন, ২০০৯

অফিস আদেশ

বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সুষ্ঠু অনুসন্ধান এবং মামলা তদন্তের স্বার্থে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ১৯(১)(ঘ) ধারার ক্ষমতাবলে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয়/বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, ব্যাংকার্স বুকস্ এভিডেন্স এ্যাক্ট (BBEA), ১৮৯১-এর ৫ ও ৬(১) ধারা এবং কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (CrPC), ১৮৯৮-এর ৯৪(১) ধারা অনুযায়ী আদালতের সুনির্দিষ্ট আদেশ ব্যতীত আমানতকারী/হিসাবধারীর হিসাব সংক্রান্ত তথ্য অন্য কোন পক্ষকে প্রদানের সুযোগ নেই। CrPC-এর ৯৪ ধারায় দলিলাদি অথবা অন্য জিনিস দাখিল করার সমন সংক্রান্ত বিধান নিম্নরূপঃ

(১) যখন কোন আদালত বা কোন থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার এই কার্যবিধি অনুসারে তদন্ত, ইনকোয়ারী, বিচার বা অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন দলিল বা কোন জিনিস প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় মনে করেন তখন উক্ত আদালত বা অফিসার সমন বা লিখিত আদেশ দ্বারা যে ব্যক্তির নিকট উক্ত দলিল বা বস্তু রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, তাহাকে সমন বা আদেশে লিখিত সময় ও স্থানে হাজির হইতে ও উহা দাখিল করিতে নির্দেশ দিতে পারেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন অফিসার ১৮৯১ সনের ব্যাংকার বুক সাক্ষ্য আইন (১৮৯১ সনের ১৮ নং আইন)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন ব্যাংকের বা ব্যাংকারের হেফাজতে রক্ষিত কোন দলিল বা অন্য কোন বস্তু যাহা কোন ব্যক্তির ব্যাংকের হিসাব সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করিতে পারে তাহা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ছাড়া দাখিল করিবার কোন আদেশ দিবেন না; যথা:

(ক) দায়রা জজের লিখিতভাবে পূর্বানুমতি লইয়া দন্ডবিধির ৪০৩, ৪০৬, ৪০৮ এবং ৪০৯ ধারা এবং ৪২১ হইতে ৪২৪ ধারা (উভয়ই অন্তর্ভুক্ত) এবং ৪৬৫ হইতে ৪৭৭-ক ধারা (উভয়ই অন্তর্ভুক্ত) অনুযায়ী কোন অপরাধের তদন্তের জন্য; এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের লিখিত পূর্ব-অনুমতি লইয়া।

২। অনুরূপভাবে এভিডেন্স এ্যাক্ট, ১৮৭২-এর ৭৪ ধারায় প্রদত্ত 'পাবলিক ডকুমেন্টস'-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যাংক হিসাব এর আওতাভুক্ত নয় বিধায়, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ১৯(১)(ঘ) ধারায় কমিশনকে প্রদত্ত পাবলিক রেকর্ড তলব করার ক্ষমতার আওতায় ব্যাংক হিসাব তলব করার বিষয়টি যথাযথ নয় বলে প্রতীয়মান হয়।

৩। এ পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান কিংবা মামলার তদন্ত সংশ্লেষে অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বা আসামীর ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য/কাগজপত্র ব্যাংক থেকে সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনের যেন কোনরূপ ব্যত্যয় না ঘটে সে সম্পর্কে যত্নবান থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হলো।

স্বাক্ষরিত/-
২৩/০৬/০৯
খোন্দকার মোঃ আসাদুজ্জামান
সচিব

নং দুদক/প্রশাঃ/৬৩/০৭/৯৮৩৫(১০০) তারিখঃ ০৯ আষাঢ়, ১৪১৬ / ২৩ জুন, ২০০৯

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

১. মন্ত্রি পরিষদ সচিব, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক (সকল), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩. পরিচালক (সকল), দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ।
৪. যুগ্ম-পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (মাননীয় চেয়ারম্যানের সানুগ্রহ অবগতির জন্য), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬. কমিশনারের একান্ত সচিব (মাননীয় কমিশনারের সানুগ্রহ অবগতির জন্য), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭. সচিবের একান্ত সচিব (সচিব মহোদয়ের অবগতির জন্য),দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮. উপ পরিচালক (সকল), দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ।
৯. সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ।
১০. উপ-সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ।
১১. অফিস কপি।

স্বাক্ষরিত/-
২৩/০৬/০৯
জাহানারা পারভীন
পরিচালক (প্রশাসন)